বীমা সম্বন্ধে আজাদের

বাতীল ফৎওয়া

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন,
ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,
ফকিহ্ শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চতুর্থ মুদ্রণ সন ১৪১২ সাল

মুদ্রণ মূল্য—১৩ টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين ٭

বীমা সম্বন্ধে আজাদের

বাতীল ফৎওয়া

বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের আজাদ পত্রিকাতে জীবন-বীমা বিবাহ-বীমা, নৌ-বীমা ইত্যাদি হালাল হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। মুফতীর নাম শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। খাঁ সাহেব আল্লাহতায়ালার দীনে এইরূপ ক্রীড়া কৌতুক করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ বাতীল কথা পত্রস্থ করিতে কি লজ্জা বোধ হয় না? এই সে দিন কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের সঙ্গীত বাদ্য হালাল হওয়ার বাতীল ফৎওয়া পত্রস্থ করিলেন, আবার খাঁ সাহেবের এমাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি নির্লজ্জ মিথ্যা ফৎওয়া ছাপাইয়া দিলেন, ইহাতে যে পত্রিকার গুরুত্ব হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ইহা কি খাঁ সাহেব জানেন না?

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আরবি ভাষায় এতদুর জ্ঞান যে, তিনি قمار 'কেমার'কে 'কুয়েমার' লিখিয়াছেন।

আল্লাহতায়ালা কোরআন শরিফের ছুরা বাকারের আয়তে বলিয়াছেন;—

و حرم الربوا ٭

"আর আল্লাহ 'রিবা' (সুদ) হারাম করিয়াছেন।" এমাম আবুবকর

আহমদ বেনে আলি রাজি যাছছাছ তফছিরে-আহকামোল-কোরআনের ১।৫৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قال عمر ايضا ان اية الربا من اخر ما نزل من القرآن

"ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় কোরআনে সর্ব্বশেষে সুদের আয়ত নাজেল হইয়াছিল।"

এই আয়তে সর্ব্বপ্রকার সুদ হারাম করা হইয়াছে। মেশকাতের ২৪৪ পৃষ্ঠায় ছহিহ মোছলেম হইতে হজরতের এই হাদিছটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে ;—

قال رسول الله صلعم الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد و استزاد فقد اربى رواه مسلم *

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের সহিত, রৌপ্যকে রৌপ্যের সহিত, গোধুমকে গোধুমের সহিত, যবকে যবের সহিত, খোর্ম্মাকে খোর্ম্মার সহিত এবং লবণকে লবণের সহিত তুল্য সমতুল্যে নগদ বিক্রয় করা হইবে। পরন্তু যে ব্যক্তি অধিক প্রদান করে ও অধিক চাহে, সে ব্যক্তি সুদে লিপ্ত হইল।—মোছলেম।

আরও উক্ত পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি ও মোছলেম হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ;—

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل و لا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلاً بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض *

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা তুল্য তুল্যে ব্যতীত স্বর্ণের দ্বারা স্বর্ণ বিক্রয় করিও না। তাহার কোনটিকে কোনটির উপর আধিক্য বিধান করিও না। আরও তোমরা তুল্য তুল্যে ব্যতীত রৌপ্য দ্বারা রৌপ্য বিক্রয়

করিও না, তাহার কোনটিকে কোনটির উপর আধিক্য প্রদান করিও না।—

উল্লিখিত হাদিছ দ্বারা বুঝা যায় যে, টাকাকড়ি দিয়া এক পয়সা গ্রহণ করিলে, উহা নিষিদ্ধ সুদ হইবে।

আরও ছুরা বাকারের আয়ত ঃ—

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين - فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله *

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যাহা কিছু বাকী আছে তাহা ত্যাগ কর—যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তদনুযায়ী কার্য্য না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাছুলের যুদ্ধের কথা শুনিয়া রাখ।

ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, বাকি সুদ মূলধনের কম হউক আর বেশী হউক, উহা হারাম, উহা ত্যাগ না করিলে, তাহার সহিত যুদ্ধ করার আদেশ করা হইয়াছে।

আরও উক্ত ছুরার আয়ত,—

و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم - لا تظلمون و لا تظلمون *

আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের প্রাপ্ত তোমাদের মূলধন হইবে, তোমরা কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না এবং তোমরাও অত্যাচারিত হইবে না।” তফছির এবনো-জরিরের ৩।৬৭ পৃষ্ঠায়, রুহোল-মায়ানির ১।৪৯৯ পৃষ্ঠায়, মাদারেকের ১।১১০ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-কদিরের ১।২৬৮ পৃষ্ঠায়, বয়জবির ১।২৬৮।২৬৯ পৃষ্ঠায়, কবিরের ২।৩৭৮ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-বায়ানের ১।৩৩৬ পৃষ্ঠায়, এবনো-কছিরের ১।১৮০ পৃষ্ঠায়, রুহোল-বায়ানের ১।২৯৬ পৃষ্ঠায় ও ছেরাজোল-মনিরের ১।১৮২ পৃষ্ঠায় উহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে ;—

(فلكم رؤس اموالكم) تأخذوها (لا تظلمون) غرماء كم باخذ الزيادة (و لا تظلمون) انتم من قبلهم بالمطل و النقص *

"তোমরা তোমাদের মূলধন লইবে, দেনাদারদিগের নিকট হইতে তদপেক্ষা বেশী লইয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না এবং দেনাদারগণ মূলধন অপেক্ষা কম দিয়া এবং উহা পরিশোধ করিতে দেরী করিয়া তোমাদের অত্যাচার করিতে পারিবে না।

উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, মূলধন অপেক্ষা এক কপর্দ্দক বেশী লইলে, হারাম সুদ হইবে।

ছুরা রুমে আছে ;—

و ما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربوا عند الله *

"আর যে সুদ তোমরা দিয়া থাক, উদ্দেশ্য এই যে, লোকদের অর্থরাশির মধ্যে (মিশিয়া) বেশী হইবে, উহা আল্লাহতায়ালার নিকট বেশী হইবে না।"

এই আয়তে ব্যাপকভাবে সুদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার কোন প্রকার বিশেষের কথা বলা হয় নাই।

এক্ষণে আসুন খাঁ সাহেবের এমাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে ছুরা আল-এমরানে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

ছুরা আল-এমরানের ১৪ রুকুতে আছে ;—

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضعفة *

"হে ঈমানদানরগণ, তোমরা দ্বিগুণ চর্তুগুণ সুদ ভক্ষণ করিও না।"

দ্বিগুণ চর্তুগুণ اضعافا مضعفة এই শব্দ দ্বয় 'কয়েদে-এত্তেফাকি قيد اتفاقى ইহা কয়েদে-এহতেরাজি قيد احترازى নহে, ইহা সুদের সংজ্ঞাও নহে শর্ত্তও নহে, ইহাতে আরবদিগের প্রচলিত

নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

কোরআন ও হাদিছে এইরূপ অনেক কয়েদে-এত্তেফাকির উদাহরণ আছে।

(১) ছুরা নুরে আছে ;—

لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا *

"তোমরা নিজেদের দাসিদিগের উপর ব্যভিচারের জন্য বল প্রয়োগ করিও না—যদি তাহারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা করে।"

এস্থলে ان اردنا تحصنا "যদি তাহারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা করে।" এই শব্দগুলি কয়েদে এহতেরাজি (শর্ত্ত) নহে, বরং قيد اتفاقي 'কয়েদে-এত্তেফাকি', কাজেই তাহারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা করুক, আর নাই করুক, ব্যভিচারের জন্য তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করা হারাম।

(২) ছুরা নেছাতে আছে ;—

و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن *

"আর তোমরা তোমাদের যে স্ত্রীদিগের সহিত সঙ্গম করিয়াছ, তাহাদের যে কন্যা সকল তোমাদের ক্রোড়ে (প্রতিপালিত হইয়াছে), উক্ত কন্যা সকল তোমাদের পক্ষে হারাম করা হইয়াছে।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, আপন পত্নীর অন্য স্বামীর পক্ষ হইতে যে কন্যা থাকে, যদি সেই কন্যা এই ব্যক্তির ক্রোড়ে প্রতিপালিত না হয়, তবে হারাম হইবে না কিন্তু এমামগণ বলেন, অন্য হাদিছে বুঝা যায় যে, و فى حجوركم "তোমাদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছে" এই শব্দগুলি قيد احترازي 'কয়েদে-এহতেরাজি (বা শর্ত্ত) নহে, কাজেই যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হইয়াছে, তাহার অন্য স্বামীর, পক্ষীয় কন্যা ইহার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, হারাম

হইবে।

(৩) ছুরা নেছাতে আছে ;—

و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا *

"আর যে সময় তোমরা ভূ-খন্ডে পর্য্যটন (ছফর) কর, তখন যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেরেরা তোমাদিগকে বিপন্ন করিবে, তবে তোমাদের নামাজে কছর করায় তোমাদের প্রতি কোন গোনাহ্ নাই।"

এই আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, ছফরে কাফেরদিগের অত্যাচারের আশঙ্কা না হইলে, নামাজে কছর করা জায়েজ নহে, কিন্তু আলেমগণ বলিয়াছেন, কাফেরদিগের অত্যাচারের আশঙ্কা শর্ত্ত নহে, ইহা কয়েদে-এত্তেফাকি। অন্যান্য হাদিছ হইতে বুঝা যায়।

(৪) আরও ছুরা নেছাতে আছে ;—

و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة فلتقم الخ *

এবং যখন তুমি (হে মোহম্মদ (ছাঃ) তাঁহাদের (মুছলমানগণের) মধ্যে থাক এবং তাহাদের জন্য নামাজ কায়েম কর, তখন এইভাবে ভয়ের নামাজ পড়।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, হজরত নবি (ছাঃ) এর অনুপস্থিতিতে খওফের নামাজ জায়েজ নহে, কিন্তু আলেমগণ ছাহাবাগণের আমল দ্বারা বুঝিয়াছেন যে, হজরতের উপস্থিতি উক্ত নামাজের শর্ত্ত নহে, ইহা কয়েদে-এত্তেফাকি।

(৫) ছুরা বাকারে আছে ;—

و لا تكونوا اول كافر به *

"এবং তোমরা কোরআন শরিফের প্রথম অবিশ্বাসকারী হইও না।"

এই আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, কোরআনের শেষ

অমান্যকারী হওয়া জায়েজ, কিন্তু আলেমগণ বলেন, প্রথম, শব্দটি কএদে-এত্তেফাকি।

তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ১।৬৬৮ পৃষ্ঠা ;—

و ليس هذه الحال لتقييد المنهى عنه ليكون اصل الربا غير منهى بل لمراعاة الواقع فقد روى غير واحد انه كان الرجل يربى الى اجل فاذا حل قال للمدين زدنى فى المال حتى ازيدك بالاجل فيفعل و هكذا عند كل اجل فيستغرق با لشئ الضعيف ما له بالكلية فنهوا عن ذلك *

"এই দ্বিগুণ চর্তুগুণ শব্দদ্বয় নিষিদ্ধ সুদের কয়েদ (শর্ত্ত) নহে, এইরূপ হইলে ত আসল সুদ জায়েজ হইয়া যাইত, বরং বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে উহা বর্ণনা করা হইয়াছে, একাধিক লোক রেওয়াএত করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত সুদ করিয়া টাকা ধার দিত। নির্দ্ধারিত মিয়াদ উপস্থিত হইলে, মহাজন বলিত, তুমি আমার টাকা বেশী স্বীকার কর, আমি তোমার মিয়াদ বাড়াইয়া দিব, সে তাহাই করিত, এইরূপ প্রত্যেক মিয়াদের সময় করিত, ইহাতে সামান্য টাকা ধার দিয়া তাহার সমস্ত টাকাকড়ি গ্রাস করিয়া লইত, এইহেতু তাহারা উহা করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, এইজন্য আয়ত নাজেল হয়।

আজাদ সম্পাদক খাঁ সাহেবের স্বমতাবলম্বীদের তফছিরে-ফৎহোল-কদিরের, ১।৩৪৮ পৃষ্ঠা ও ফৎহোল-বায়ানের, ২।১০৫ পৃষ্ঠা ;—

ليس لتقييد النهي لما هو معلوم من تحريمه على كل حال و لكنه جئ به باعتبار ما كانوا عليه من العادة الذي يعتادونها في الربا *

'ইহা নিষিদ্ধ সুদের শর্ত্ত নহে, কেননা ইহা অজ্ঞাত নহে যে,

প্রত্যেক সূত্রে উক্ত সুদ হারাম, কিন্তু উক্ত দ্বিগুণ চর্তুগুণ শব্দদ্বয় সুদ সম্বন্ধে আরবদিগের চিরাচরিত প্রথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে।"

মাওলানা থানাবী সাহেব 'বায়ানোল-কোরআন' নামক তফছিরের ২।৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

یہ جو فرمایا کہ اصل سے کئی حصے زائد کر کے الخ
سود کے حرام ہونے کی قید نہی کیونکہ سود قلیل ہو
یا کثیر سب حرام ہے بلکہ اس زمانہ کا دستور اسیطرح
تھا چنانچہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری
آیت میں مطلقا بلا کسی قید کے حرام فرمایا -
جیسے سورۃ بقرہ کی آیت وحرم الربوا گذرچکی ہے
پس دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ یہ صورۃ
بھی حرام ہے اور دوسری صورتیں جو اسکے علاوہ ہوں
وہ بھی حرام ہیں- خوب سمجھہ لو آجکل بعضی ہوا
پرست اس قید سے جو کہ واقعی احترازی نہی ہے
عام مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈالنا چاہتے ہیں *

এই যে, আল্লাহ মূলধন অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী লওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা সুদ হারাম হওয়ার শর্ত্ত নহে, কেননা সুদ অল্প হউক, আর বেশী হউক সবই হারাম, বরং সেই সময়কার প্রথা ঐরূপ ছিল, যেরূপ শানে-নজুল দ্বারা উহা বুঝা যায়। আর দ্বিতীয় আয়তে ব্যাপকভাবে কোন শর্ত্ত ব্যতীত হারাম করিয়াছেন, যেরূপ ছুরা বাকারার **وحرم الربوا** "আর তিনি সুদ হারাম করিয়াছেন, এই আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে উভয় আয়ত যোগ করিলে বুঝা যায় যে, এই

দ্বিগুণ চর্তুগুণে, সুদ ও হারাম, ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার সুদও হারাম। খুব বুঝিয়া লও, আজকাল কতক রিপুর কামনার উপাসক এই "দ্বিগুণ চর্তুগুণ শব্দদ্বয় দ্বারা সাধারণ মুছলমানদিগকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, অথচ উহা কএদে এহতেরাজি (শর্ত্ত) নহে বরং কএদে ওয়াকেয়ি (প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে)।"

খোলাছাতোত্তাফাছির ১।২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠা ;—

آیت مطلق ہے یعنی سود کم ہو یا زیادہ سب حرام ہے اور یہ قید یعنی دونا چوگنا تو بحسب عادت عرب یا باعتبار انجام مذکور ہے فی آیت کو اضعاف مضاعف سے قید کرکے ایک روپیہ یا آٹھ آنے سیکڑا لیکر نوش جان کرنا اللہ اور رسول کو منھ چڑھانا ہے۔ احادیث اور اقوال صریحہ سے ثابت ہے کہ یہ قید عادۃ تھی نہ ارادۃ اور کچھ ہو حرم اللہ الربوا میں کیا جواب ہو سکتا ہے *

এই আয়তটীর হুকুম ব্যাপক হইবে—অর্থাৎ সুদ কম হউক, আর বেশী হউক সবই হারাম, "দ্বিগুণ চর্তুগুণ" এই কয়েদটি আরবদিগের প্রথা ব্যক্ত করার জন্য উল্লিখিত রহিয়াছে, কিম্বা সুদের পরিনাম দ্বিগুণ চর্তুগুণ হইয়া থাকে ইহা ব্যক্ত করার জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। আয়তটির "দ্বিগুণ চর্তুগুণ" শব্দদ্বয়কে শর্ত্ত স্থির করিয়া শতকরা এক টাকা আট আনা সুদ খাওয়াতে খোদা ও রাছুলের সঙ্গে বে আদবি করা হইবে। হাদিছ ও (আলেমগণের) স্পষ্ট কথাতে সপ্রমাণ হয় যে, ইহা "কয়েদ এত্তেফাকি" ইহা "কয়েদ এহেতেরাজি" (শর্ত্ত) নহে, যাহা হউক و حرم الله الربوا (আর আল্লাহ সুদ হারাম করিয়াছেন)" এই আয়তের কি জওয়াব হইবে?

তফছিরে মাওয়াহেবোর-রহমান, ৪।৬১ পৃষ্ঠা ;—

پھر مضاعفہ کی قید اس واسطے نہیں کہ سود کھانا
اس قید کے ساتھہ کہ مضاعف ہو تب حرام ہے ورنہ نہیں
کیونکہ پہلے معلوم ہو چکا کہ سود مطلقاً حرام ہے پس
یہ قید یہان اہل عرب کی عادت کے موافق ہے *

"চর্তুগুণ 'কয়েদ' এই জন্য নহে যে, যখন সুদ চর্তুগুণ হইবে, তখন হারাম হইবে, নচেৎ হারাম হইবে না, কেননা প্রথম হইতে জানা গিয়াছে যে, সুদ সর্ব্বতোভাবে হারাম, কাজেই এই 'কয়েদ'টি আরবদিগের প্রথা অনুসারে উল্লিখিত হইয়াছে।"

তফছিরে হাক্কানীর ২।১৭১ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে লিখিত আছে ;—

اس سے کم سود کھانے کی اجازت نہیں نکلتی ہے
کیونکہ قید ایک امر واقعی کے لئے ہے *

"ইহাতে কম সুদ খাওয়ার অনুমতি বুঝা যায় না, কেননা এই কয়েদটি একটি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ তফছিরে-ছেরাজোল-মনিরের ১।২৪০ পৃষ্ঠায় আহমদীর ২১১ পৃষ্ঠায়, মোজহারির ৪৪৯ পৃষ্ঠায়, রুহোল-বায়ানের ১।৩৬৫ পৃষ্ঠায়, বয়জবির ২।৪২ পৃষ্ঠায়, হাশিয়ায় জোমালের ১।৩১৩-৩১৪ পৃষ্ঠায়, জাছ্ছাছের আহকামোল-কোরআনের ৫৫২ পৃষ্ঠায়, বাহরে-মুহিতের ৩।৫৪ পৃষ্ঠায়, আবু ছউদের ৩।২০ পৃষ্ঠায় ও নায়ছাপুরীর ৪।৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, দ্বিগুণ চর্তুগুণ হওয়া সুদ হারাম হওয়ার শর্ত্ত নহে। বহু বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা না হইলে, সমস্ত এবারত উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। এস্থলে কাদিয়ানির মিষ্টার মোহম্মদ আলি সাহেবের বায়ানোল-কোরআন নামক তফছিরের ১।৩৮৮ পৃষ্ঠায় এবারত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের কৌতুহল নিবারণ করিতেছি ;—

اور مطلب یہ نہیں کہ صرف کئی گنا کرکے سود مت کھاؤ اور تھوڑا کھا لو بلکہ مراد تو بیخ ہے یعنی سود کی تو حالت یہی ہے کہ وہ کئی کئی گنا بن جاتا ہے پس تم سود مت کھاؤ *

আয়তের মর্ম্ম ইহা নহে যে, কেবল কয়েকগুণ করিয়া সুদ খাইওনা এবং অল্প সুদ ভক্ষণ কর। বরং ইহা তিরস্কার সূচক কথা অর্থাৎ যখন সুদের এইরূপ অবস্থা যে, উহা কয়েকগুণ হইয়া যায়, তখন তোমরা সুদ খাইওনা।

শিয়াদের বায়ানোছ-ছায়াদাৎ' নামক তফছিরের ১।১৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

فهو نهين عنه مطلقاً ببيان قبحه الشافی حتی يكون علة للنهي و ليس تقييد النهی حتی يكون بمفهوم مخالفته منافيا لما سبق في سورة البقرة من النهي عنه مطلقاً ضمنا و لما يأتی فی سورة النساء من التصريح بالنهی عنه مطلقاً *

"ইহাতে সর্ব্বপ্রকার সুদ নিষিদ্ধ হইয়াছে, আরও উহার অপকারিতার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে (অর্থাৎ উহা পরিনামে মূল ধনের দ্বিগুণ চর্তুগুণ হইয়া ঘাতককে ধ্বংস করিয়া দেয়), ইহাই উহার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হইয়াছে। উহা (সুদ) নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত্ত নহে, উহা শর্ত্ত হইলে, ছুরা বাকারের আয়তের বিপরীত হইয়া যাইবে যাহাতে পরোক্ষভাবে সর্ব্বপ্রকার সুদ নিষিদ্ধ হইয়াছে, আর ছুরা নেছার আয়তের বিপরীত হইবে যাহাতে স্পষ্টভাবে সর্ব্বতোভাবে সুদ নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

এক্ষণে শুনুন, প্রকাশ্য অহাবী, গুপ্ত নেচারি ও কাদিয়ানি আজাদ সম্পাদক সাহেব আল এমরানের তফছিরের ২৫৩-২৫৪ পৃষ্ঠায় যাহা

লিখিয়াছেন তাহা অতি কৌতুহলদ্দীপক।

"আলোচ্য আয়তে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে;—হে মোমেনগণ তোমরা সুদ খাইওনা।" ইহাই আয়তের বক্তব্য। 'দ্বিগুণ চর্তুগুণ সুদের সংজ্ঞা ও নহে, শর্ত্ত ও নহে। উহা দ্বারা কুসীদ ব্যবসায়ের সাধারণ পরিণামটার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। "সুদ খাইওনা দ্বিগুণ চর্তুগুণ" পদের তাৎপর্য্য এই যে, তোমরা সুদ খাইবে না সুদের অবস্থা এই যে, আসলের সঙ্গে মিশিয়া সাধারণতঃ তাহা মূলধনের দ্বিগুণ চর্তুগুণ হইয়া দাঁড়ায় বা দাঁড়াইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর লেখক আয়তের ভাষার প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়া এই

اضعافا مضعفا বা দ্বিগুণ চর্তুগুণ শব্দ দুইটিকে লইয়া কোর-আনের তফছিরে একটা অনর্থক ও অনাবশ্যক বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, আয়তে "দ্বিগুণ চর্তুগুণ বলিয়া কেবল চক্রবৃদ্ধি হারের অতিরিক্ত সুদকে হারাম করা হইয়াছে। সুতরাং এই পর্য্যায় ভুক্ত না হয় যে সুদ, তাহা অবৈধ হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দ্বিগুণ চর্তুগুণ বলিয়া রেবার নিষেধাজ্ঞাকে

تقييد বা করা হয় নাই, উহা দ্বারা সুদের বাস্তব পরিণতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। উহাকে শর্ত্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে, আয়তের ভাষার প্রতি অবিচার করা হইবে।

প্রাগ-এছলামিক যুগের আরবরা অভাব ও দারিদ্রের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত। এই মহা পাপের নিবারণ কল্পে কোর-আনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইল ;—

ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق "তোমরা নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিও না অভাবের আশঙ্কা বশতঃ (বনি এছরাইল)।

আলোচ্য আয়তের ন্যায়, এখানে উদ্দেশ্য হইতেছে সকল শ্রেণীর সন্তান হত্যাকে নিবারণ করা। কিন্তু যেহেতু আরবরা সে সময় এই মহা পাপে লিপ্ত হইত সাধারণতঃ অভাবের আশঙ্কা করিয়া, সেই জন্য "অভাবের আশঙ্কা বশতঃ" বলিয়া সমাজের একটা অবস্থাকে প্রকাশ

করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ ইহা সন্তান হত্যার কারণ ও নহে, শর্ত্তও নহে। অন্যথায় স্বীকার করিতে হইবে যে, দারিদ্রের আশঙ্কা বশতঃ না হইলে, নিজের সন্তানদিগকে হত্যা করা এই আয়ত অনুসারে বৈধ। ঠিক এইরূপ "দ্বিগুণ চর্তুগুণ" কথাটি সুদের নিষেধাজ্ঞার শর্ত্তও নহে, কারণও নহে।

ছুরা বাকারার আয়তটি সুদ সম্বন্ধে শেষ নিষেধাজ্ঞা। এমনকি এবনে-আব্বাছের এক বর্ণনায় জানা যায় যে, ইহাই 'আহকাম' বা আদেশ সম্বন্ধে কোরআনের শেষ আয়ত। এই শেষ নিষেধাজ্ঞাতে রেবামাত্র অবৈধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ দ্বিগুণ চর্তুগুণ বলিয়া তাহার কোন বিশেষণ সেখানে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং এখানে "দ্বিগুণ চর্তুগুণকে নিষেধের শর্ত্ত হিসাবে গ্রহণ করা হইলেও শেষ আয়তের নির্দ্দেশ অনুসারে উহাকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে।"

দুনইয়ার সমস্ত সম্প্রদায়ের তফছিরে লিখিত আছে, যে সুদ এক পয়সা হইলেও হারাম, চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ যেরূপ হারাম, সামান্য সুদও সেইরূপ হারাম।

এক্ষণে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা শুনুন, " কোরআনের আয়ৎ বা শ্লোকে টাকা কড়ির লেনদেন সম্পর্কে দুইটি বিষয়ের নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়; একটির নাম 'রিবা' (অবৈধ সুদ গ্রহণ), অপরটির নাম কুয়েমার (জুয়াখেলা) আমাদের মনে হয়, কোরআন বর্ণিত 'রিবা' ও 'কুয়েমার' এর আসল অর্থ না বুঝিয়াই সুদ বা লাভ অর্জ্জন সম্পর্কে মুছলমান জনসাধারণের মনে সম্ভবতঃ এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।" কোরআন বলিতেছেন;—"দ্বিগুণ বা চর্তুগুণ রিবা (সুদ) খাইওনা এবং আল্লাহকে ভয় করিও, যাহাতে তোমার উন্নতি হয়।"

আরব দেশে সুদ গ্রহণের প্রথা এমনি অধিক মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, দ্বিগুণ ত্রিগুণ চর্তুগুণ সুদ লইয়া মহাজনেরা লোকের উপর অযথা অত্যাচার করিত।..........সেই জন্যই 'রিবা' বিশেষভাবে নিন্দনীয় হইয়া আছে। কিন্তু মোছলেম জগতে টাকা কড়ির ব্যবসায়িক আদান প্রদানে যে মুনাফা আদায় হয়, মোছলেম প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাঙ্কে দাদনী টাকার উপর যে ন্যায্য সুদ আদায় হয়, লক্ষপতি মুছলমান

ব্যবসায়িকগণ বড় বড় ব্যবসা ও আমদানী রফতানির কারবারে যে লাভ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত 'রিবা'র তুলনা করা সঙ্গত নহে।"

আমাদের উত্তর ঃ—

লেখক সুদকে দুইভাগ করিয়াছেন, এক ভাগ বৈধ, দ্বিতীয় ভাগ অবৈধ। সুদ আসলের দ্বিগুণ চর্তুগুণ হইলে, অবৈধ (হারাম) হইবে। আসলের কম, একগুণ, দেড়গুণ, পনে দুইগুণ হইলে, বৈধ (হালাল) হইবে। এক কোটি টাকার সুদ যতক্ষণ দুই কোটি না দাঁড়াইবে, লেখকের মতে হালাল হইবে। লেখক ইহা নির্ভুল মত হওয়ার দাবি করিয়া মহাজনদের কারবারের দ্বিগুণের কম সুদ, ব্যাঙ্কের দাদনী টাকার অল্প বিস্তর সুদ ও লক্ষপতি মুছলমান ব্যবসায়িদের বড় বড় কারবারের সুদ হালাল হওয়ার দাবি করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা বেশ বুঝিতে পরিয়াছেন যে, লেখক নিজেই কোরআন বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্ত মত পোষন করিয়াছেন, উল্লিখিত সমস্ত প্রকার সুদ কোরআনের স্পষ্ট নির্দ্দেশ অনুসারে হারাম, আয়তের "দ্বিগুণ চর্তুগুণ" শব্দদ্বয় সুদ হারাম হওয়ার শর্ত্ত নহে।

আরও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ণনা ;—

"'রিবা''র ধাতুগত অর্থ, মূলধনের উপর উদ্ধৃত বা যোগ। ইহা একমাত্র টাকা কড়ি লগ্নী করিয়াই সম্ভব হইতে পারে এবং এই উদ্ধৃত এবং যোগের মধ্যে সুদ বলিতে যাহা বুঝায় তাহারও নির্দ্দেশ আছে। অতএব সুদ অর্জ্জন সম্পর্কেই কোরআনের কোন নিষেধ নাই।"

আমাদের উত্তর ;—

লেখক যে এস্থলে দাবি করিয়াছেন যে, মূলধনের উপর অন্ততঃ দ্বিগুণ লাভ হইলে, সেইটা সুদ হইবে, ইহার কম সুদের নিষেধাজ্ঞা কোরআনে নাই, ইহা যে জ্বলন্ত মিথ্যা ইহা কোন বিবেক সম্পন্ন আলেম অস্বীকার করিতে পারেন না।

আরও তাহার বর্ণনা ;—

"অবৈধ সুদ অর্জ্জনে ঈশ্বরের নিষেধ আছে অত্যাধিক সুদ অর্জ্জনের লোভে পড়িয়া মানুষ অসম্ভব রকম কৃপণ হইয়া পড়ে, দয়াদাক্ষিণ্য দেখাইবার উচ্চ প্রবৃত্তি ক্রমশঃ লোপ পায়।

আমাদের উত্তর ;—

যাহা হলাহল, তাহার বেশী দশ পাঁচ সের খাইলে, রোগীর মৃত্যু হয়, অল্প কয়েক তোলা পরিমাণ খাইলে, কি মৃত্যু হয় না?

বড় সর্পে কামড়াইলে লোকের প্রাণ নাশ হয়, কিন্তু ছোট সর্পে কামড়াইলে কি মৃত্যু হয় না?

বড় অগ্নীতে পল্লী উৎসন্ন হইয়া থাকে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে কি উহা সম্ভব হয় না?

জমিয়াতোল-ওলামায়-হিন্দের সভা কলিকাতায় আহুত হইলে, ইছলামাবাদী সাহেবের দল ব্যাঙ্কের সুদ হালাল হওয়ার প্রস্তাব আনায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, ইহাতে ফুরফুরার পীর সাহেব বলিয়াছেন, বড় শূকর হারাম, ছোট শূকর কি হারাম নহে?

রোগের পূর্ণ মাত্রায় রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু উহার সামান্য মাত্রায় কি রোগী মরে না?

আচ্ছা, যাহারা অধিক মাত্রায় সুদ খায়, তাহাদের কৃপণতা মাত্রায় বৃদ্ধি ও দয়াদাক্ষিণ্যের প্রবৃত্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর এক ব্যক্তি পনে দ্বিগুণ সুদ লইয়া কোটি টাকা সঞ্চয় করিল, তাহার কৃপণতার মাত্রা কিরূপ বৃদ্ধি হইবে এবং দয়াদাক্ষিণ্যের প্রবৃত্তি কি পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, ইহা লেখকের নিকট জিজ্ঞাস্য? লেখক বোধ হয়, এক ঝুড়ি বিষ্ঠা অবৈধ বলেন, এক তোলা বিষ্ঠা বৈধ বলেন? ডাকাতি করা মহা অপরাধ চুরি করা অপরাধ নহে কি?

লেখকের বর্ণনা ;—

ব্যবসায়ের দ্বারা লাভবান হইবার পথে মুছলমান ধৰ্ম্মে যে কোন বাধা নাই, তাহা নিম্নলিখিত বয়েৎ হইতে প্রমাণিত হইবে;—

"আল্লাহ ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছেন এবং অবৈধ সুদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

আমাদের উত্তর ;—

লেখক এস্থলে কোরআনের অনুবাদে জাল করিয়াছেন ;—

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন ছুরা বাকরার ২৭৫ আয়তের و احل الله البيع و حرم الربوا এর অনুবাদে লিখিয়াছেন ;— ঈশ্বর বাণিজ্যিকে

বৈধ ও সুদ গ্রহণকে অবৈধ (নির্দ্ধারণ) করিয়াছেন।

আজাদ সম্পাদক ছুরা বাকরার তফছিরের ৪৩৫ পৃষ্ঠায় উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করিলেন এবং সুদকে করিলেন হারাম।"

গোল্ডসেক সাহেব অনুবাদের ৮৩ পৃষ্ঠায় উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

" খোদা ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন ;—

মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব অনুবাদের ৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করিয়াছেন ও সুদকে হারাম করিয়াছেন।"

মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেব উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

اور حلال کیا اللہ نے بیچنا اور حرام کیا سود کو ٭

"আর আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদ হারাম করিয়াছেন।"

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি বায়ানোল-কোরআনের ১৫৫ পৃষ্ঠায় অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے ٭

অথচ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয় হালাল করিয়াছেন এবং সুদ হারাম করিয়াছেন।"

মাওলানা আবদুল কাদের দেহলবি ছাহেব মুজেহোল-কোরআনের ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اور خدائے تعالیٰ نے تو حلال کیا ہے سوداگری کو اور سود کو حرام کیا ہے ٭

"আর খোদাতায়ালা বাণিজ্য হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।"

মাওলানা সৈয়দ আমির আলি 'মাওয়াহেবোর-রহমান' এর ৩।৬৬ পৃষ্ঠায় উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

اور اللہ نے بیع کو حلال کیا اور بیاج کو حرام کیا ھے۔

"আর আল্লাহ ক্রয় বিক্রয় করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।"

মাওলানা আবদুল হক দেহলবি 'তফছিরে-হাক্কানীর ২।১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اور اللہ نے تو بیع کو حلال کر دیا اور سود کو حرام۔

"আর আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।"

পাদরি আহমদ শাহ অনুবাদের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اللہ نے فروخت کو حلال ٹھرایا اور سود کو حرام۔

আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।

কাদিয়ানি মিষ্টার আলি 'বায়ানোল-কোরআন' এর ২৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ھے اور سود کو حرام کیا ھے *

"অথচ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদ হারাম করিয়াছেন।"

খোলাছাতোত্তাফাছির, ২১৪ পৃষ্ঠা ;—

اور حالانکہ حلال کی اللہ نے بیع کو اور حرام کیا سود.

"অথচ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদ হারাম করিয়াছেন।"

তফছিরে-রউফি, ২২৬ পৃষ্ঠা;—

اور حالانکہ حلال کیا ھے اللہ نے بیچنا اور حرام کیا ھے سود *

"অথচ আল্লাহ ব্যবসায় হালাল করিয়াছেন এবং সুদ হারাম করিয়াছেন।" সৈয়দ আহমদ সাহেব ছুরা বাকারার তফছিরের ২৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ھے اور سود کو حرام ۔

"আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিয়াছেন।"

তফছিরে-হোছায়নি, ৫১ পৃষ্ঠা;—

و حال آنکہ حق سبحانہ بیع را حلال کردہ است و حرام ساختہ بوا را *

"অথচ আল্লাহ পাক ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।"

শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ সাহেব ফৎহোর-রহমান, অনুবাদের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و حلال کردہ است خدا سوداگری را و حرام ساختہ است سود را *

" খোদা বাণিজ্যকে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোরআন শরিফের ছুরা বাকারার ২৭৫ আয়তের অনুবাদে "সুদ" স্থলে "অবৈধ সুদ" লিখিয়া অনুবাদে জাল করতঃ নিরক্ষর মুছলমান সমাজকে ধোকা দিতে বৃথা চেষ্টা পাইয়াছেন। তৎপরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্যবসায় ও সুদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাণিজ্য করে, সে লাভ ও ক্ষতি উভয়ের অংশীদার হয়, আর সুদখোর

কেবল লাভের জন্য টাকা দেয়।

ইহাতেই ত বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি মূলধন অপেক্ষা দ্বিগুণ চর্তুগুণ সুদ নেয়, সে যেরূপ লাভ ব্যতীত ক্ষতি স্বীকার করে না, সেইরূপ সামান্য সুদ গ্রহণকারীরও অবস্থা, কাজেই দ্বিগুণের কম সুদ হইলেও উহা বাণিজ্যের অন্তর্গত হইতে পারে না।

লেখক বলেন, জীবন বীমার রীতি নীতির মধ্যে কোরআন বর্ণিত 'রিবা' বা 'কুয়েমারের' স্থান নাই।

আমাদের উত্তর ঃ—

যখন ১০০০৲ টাকা দিয়া সুদ সমেত ১৫০০৲ টাকা পাওয়া যায়, তখন উহা কেন সুদ হইবে না? নিজেই লেখক লিখিয়াছেন—বীমা তহবিলের টাকা খাটাইয়া সুদ অর্জ্জন হয় বটে এবং তাহা হইতে ঐ বোনাছ দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাও সত্য, কিন্তু 'সুদ' এই নাম মাত্রেই মুছলমান সম্প্রদায়ের আপত্তি উঠিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই এবং এই সুদ কোরআন বর্ণিত সেই অবৈধ ও অত্যাধিক হারে পীড়ন করিয়া গৃহীত হয় না। ব্যবসা জগতের নীতি অনুসারে এবং সর্ব্বজন গ্রাহ্য স্বল্প হারেই বীমা কোম্পানী সুদ অর্জ্জন করিয়া থাকে।

আমাদের উত্তর ;—

নিজে লেখক স্বীকার করিতেছেন যে, বীমা কোম্পানী টাকা খাটাইয়া অল্পহারের সুদ অর্জ্জন করিয়া থাকে, সেই সুদের অংশ হইতে টাকা জমাদাতাকে মোটা অংশ দেওয়া হয়, কাজেই অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইাতছে টাকা জমাদাতাগণ সহস্রে যে আরও ৫০০৲ পাইয়া থাকেন, উহা খাঁটী সুদ।

যদি এই প্রাপ্ত টাকাগুলি বাণিজ্যের লভ্যাংশ হইত, তবে বলি লভ্যাংশ কম বেশী হইয়া থাকে, কখনও বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়া থাকে, আর জীবন বীমাতে একই হারে টাকা পাওয়া যায়, কাজেই উহা কিছুতেই বাণিজ্যের লভ্যাংশ হইতে পারে না।

লেখক যে قمار 'কেমার'কে 'কুয়েমার' লিখিয়াছেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কোরআনে 'কুয়েমার' কোথায় আছে?

কোরআন শরিফে জুয়া হারাম হওয়া সম্বন্ধে অনেক আয়ত আছে ;—

ছুরা বাকারার ২১৯ আয়ত ;—

يسألونك عن الخمر و الميسر ط قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما ط

" লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে। তুমি বল উভয় কার্য্যে মহা গোনাহ এবং লোকদিগের উপকার হয় এবং উভয়ের উপকার অপেক্ষা অপরাধের পরিমাণ অধিকতর।"

ছুরা মায়েদার ৯০ আয়ত ;—

يا ايها الذين أمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون *

" হে ঈমানদারগণ, মদ, জুয়া, থান ও ফাল খোলার পাশা অপবিত্র কার্য্য, শয়তানের কার্য্য, কাজেই তোমরা উহা হইতে বিরত থাক, বিশেষ সম্ভব যে, তোমরা সফল মনোরথ হইতে পারিবে।"

ছুরা বাকারার ১৮৮ পৃষ্ঠা ;—

و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل *

"এবং তোমরা পরস্পরে নিজেদের অর্থ রাশি অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করিও না।"

তফছিরে ফৎহোল-বায়ান ২।২৪৫ পৃষ্ঠা ;—

الحاصل ان مالم يبح الشرع اخذه من مالكه فهو ماكول بالباطل و ان طابت نفس مالكه كمهر البغى و هو ان الكاهن و ثمن الخمر و الملاهي و اجرة المغني و القمار و الرشوة *

"মূল কথা, শরিয়ত যে বস্তু উহার মালিক হইতে লইতে অনুমতি

না দেয়, যদিও মালিক ইহাতে সন্তুষ্ট থাকে, তবু উহা অন্যায়ভাবে ভক্ষিত বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে, যেরূপ বেশ্যার বেতন, গণকের বেতন, মদের মূল্য, বাদ্যগুলির মূল্য, গায়কের পারিশ্রমিক, জুয়া ও উৎকোচ।"

ছুরা নেছার ২৯ আয়ত ;—

و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم *

"আর তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যতীত পরস্পরে নিজেদের অর্থগুলির বাতীল ভাবে ভক্ষণ করিও না।"

তফছিরে-ফৎহোল-বায়ান, ২।২২১ পৃষ্ঠা ;—

و الباطل ما ليس بحق و وجوه ذلك كثيرة كالربا و القمار و الغصب و السرقة و الخيانة و شهادة الزور *

অন্যায় বিষয়কে বাতীল বলা হইয়া থাকে, ইহা বহু প্রকার, যথা সুদ, জুয়া, বল পূর্ব্বক অপহরণ, চুরি, গচ্ছিত বস্তু নষ্ট, মিথ্যা সাক্ষ্য।

তফছিরে খাজেন, ১।১৭৮ পৃষ্ঠা ;—

হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, প্রাগ ইছলামিক জামানাতে লোক নিজের স্ত্রী ও অর্থ দ্বারা বাজি রাখিত, উভয়ের মধ্যে যে কেহ অন্যের উপর জয়ী হইত, সে অন্যের স্ত্রী ও অর্থ লইয়া যাইত। সেই সময়ের এই অহিত কার্য্য রহিত করার জন্য এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

'ময়ছর' শব্দের উৎপত্তির বিবরণ এই যে, ইছলামের পূর্ব্ব অজ্ঞতার যুগে ধনবান আরবেরা উট জবহ করতঃ ২৮ অংশে বিভাগ করিত, উহার জন্য ১০টি তির (পাশা) স্থির করিত, তৎসমস্তের নাম পাশা (আজলাম) রাখা হইত। প্রথম পাশার নাম فذ ফেজ্জ, দ্বিতীয়টির নাম তওয়াম توام তৃতীয়টির নাম رقيب রকিব, চতুর্থটির নাম حلس হেল্‌ছ পঞ্চমটির নাম نافس নাফেছ, ষষ্ঠটির নাম مسبل মোছবেল, সপ্তমটির নাম معلى মোয়াল্লা, অষ্টমটির নাম منيح মনিহ, নবমটির নাম سفيح ছফিহ

ও দশমটির নাম وغد অগদ। ৭টি পাশার এক হইতে সাত পর্যন্ত অংশ স্থির করিতেন, তিনটি পাশার কোন অংশ থাকিত না। প্রথম পাশার অংশ এক, দ্বিতীয় পাশার অংশ দুই, তৃতীয়টির তিন, চতুর্থটির চারি, পঞ্চমটির পাঁচ, ষষ্ঠটির ছয় ও সপ্তমটির সাত স্থির করা হইত। অবষিষ্ট তিনটির কোন অংশ থাকিত না। তৎপরে একজন বিশ্বাসী লোকের হস্তে পাশাগুলি স্থাপন করা হইত, সে ব্যক্তি তৎসমস্ত একটি থলিয়াতে নিক্ষেপ করিত, কোন এক ব্যক্তির নাম লইয়া একটি পাশা বাহির করা হইত, সেই পাশার অংশের অনুপাতে সে উটের মাংস লাভ করিত, আর অংশ বিহীন পাশা যাহার নামে উঠিত, সে কোন অংশ পাইত না। (ইহা অবিকল আজিকালের লটারি তুল্য)।

আয়তে সমস্ত প্রকার হার জিতের বাজি নিষিদ্ধ হইয়াছে, যে কোন বিষয়ে হারজিতের বাজি রাখা হয়, সমস্তকে 'ময়ছর' বলা হইবে।

এবনো-ছিরাম, মোজাহেদ ও আতা বলিয়াছেন, যে কোন বিষয়ে হার জিতের বাজি (পুরস্কার) থাকে, এমন কি বালকেরা আখরোট ও পাশা খেলিয়া থাকে, উহা জুয়ার অন্তর্গত। টাকার হারজিতের বাজি যাহাতে থাকে, উহা জুয়ার অন্তর্গত হইবে।

এক্ষণে বীমার আলোচনা করা যাউক, একটি লোক ১০ বৎসরের প্রীমিয়াম অনুসারে হাজার টাকা দিতে পারিলে, উক্ত মিয়াদ অন্তে ১৫০০্ টাকা পাইবে, আর যদি ৮ বৎসরে ৮০০ টাকা দিয়া প্রীমিয়াম না দিতে পারে, তবে তাহার সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

ইহাতে হয়ত সে অকারণে ৫০০্ কিম্বা ৭০০্ হারিবে, না হয় ৫০০্ টাকা জিতিবে, ইহা অবিকল এইরূপ হারজিতের বাজি হইল, যদি তুমি কিস্তি মত প্রীমিয়াম দিতে পার, তবে হাজারে ৫০০্ পাইবে, নচেৎ তোমাদের টাকা নষ্ট হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় রংপুর গাইবান্ধার ভারত বন্ধু বীমা কোম্পানী লক্ষাধিক টাকা লইয়া দেউলিয়া নাম লিখাইয়া দিয়া বহু লোককে প্রতারিত করিয়াছে, এইরূপ অনেক বীমা কোম্পানী ফেল হইয়া গিয়াছে। লোকেরা যে কোন কোম্পানীতে টাকা জমা দিউক, যদি উহা ফেল হইয়া যায়, তবে মুছলমানদের অকারণে বহু টাকা ক্ষতি হইবে। এইরূপ সন্দেজনক ও

অনিশ্চিত ব্যাপারে কেন টাকা দিয়া লোকে চিন্তা সাগরে দোলায়মান হইতে থাকিবে?

লেখক লিখিয়াছেন,—বৃহৎ আকারে ব্যবসা করিবার সাপক্ষে বিশ্ব বিখ্যাত ধর্ম্ম পুস্তকে বহু যুক্তি আছে।

এই প্রকার বৃহদাকারে ব্যবসা করিতে হইলে ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতির একান্ত প্রয়োজন আছে। কোরআনে সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসা করিবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

আমাদের উত্তর ;—

কোরআনে যৌথ কারবার করার কথা আছে, উহা ছোট বড় বলিয়া কোন কথা নাই। অরবের বণিকেরা চীন, জাভা, বোর্ণিয়ে ইত্যাদি স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে বা সমবায় পদ্ধতিতে বাণিজ্য করিতেন। তাহাদের কোন ব্যাঙ্কের দরকার হয় নাই। বোম্বাইর সুরতি ব্যবসায়িগণ বর্ম্মা ইত্যাদিতে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া থাকেন, তাহাদের কোন ব্যাঙ্কের দরকার হয় না। মূল কথা, কোরআন ও হাদিছে হালাল জীবিকা সঞ্চয়ের বড় তাকিদ করা হইয়াছে, হারাম জীবিকা সঞ্চয়ে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে, হালাল ভাবে যতটা ব্যবসা বাণিজ্য বৃহৎ করা যায়, তাহাতে দোষ নাই।

ভদ্র লেখক লিখিয়াছেন ;—

"জীবন বীমা করিলে একদিকে যেমন নিজের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তেমনি নিজের অবর্ত্তমানে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের উপায় হওয়াতে মনুষ্যোচিত মহৎ ধর্ম্ম পালিত হইয়া থাকে।

আমাদের উত্তর ;—

যদি নিজের শেষ বয়সের কিম্বা তাহার অভাবে পরিবারবর্গের অন্ন সংস্থানের জন্য হালাল হারাম প্রভেদ না করিয়া সব কার্য্য করা ঈমানদার মুছলমাদের জন্য শ্রেয়ঃ হয়, তবে চোর ডাকাতেরা বলিবে, আমরা নিজেদের শেষ বয়সের এবং আমাদের অভাবে আমাদের পরিবারবর্গের অন্ন সংস্থানের জন্য চুরি ডাকাতি করিয়া থাকি, ইহা অপরাধ হইবে কেন? মদ ও শুকর বিক্রেতারা ঐরূপ যুক্তি আওড়াইবে, বেশ্যারা বেশ্যা বৃত্তির

ঐরূপ যুক্তির অবতারণা করিবে। সুদখোর মহাজনেরা ও উৎকোচ গ্রাহকেরা ঐরূপ তর্ক উপস্থিত করিবে। ভদ্র লেখক, ইহার কি উত্তর দিবেন?

এবনো-মাজা, ১৯১ পৃষ্ঠা ;—

قال كنا عند رسول الله صلعم فجاء عمرو بن قرة فقال يا رسول الله ان الله قد كتب على الشقوة فما اراني ارزق الا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة فقال رسول الله صلعم لا اذن لك و لا كرامة و لا نعمة عين كذبت اي عدو الله لقد رزقك الله طيباً حلا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما احل الله عز و جل من حلاله *

"ছাফওয়ান বেনে ওমাইয়া বলিয়াছেন, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁহার নিকট আমর বেনে কোর্রা উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাছুলে-খোদা, নিশ্চয় আল্লাহ আমার জন্য দূরাদৃষ্ট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমি ইহা ব্যতীত দেখিতেছি না যে, আমার হস্তস্থিত আমার দফ দ্বারা জীবিকা প্রদত্ত হই, কাজেই আপনি আমার পক্ষে সদ্ভাব পূর্ণ সঙ্গীতের অনুমতি দিন। ইহাতে হজরত বলিলেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিতে পারিব না, তোমার সম্মান রক্ষা করিতে পারিব না এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তিকর ব্যবস্থা দিতে পারিব না, হে খোদার শত্রু, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। নিশ্চয় আল্লাহ তোমার জন্য পাক হালাল জীবিকার হুকুম করিয়াছেন, মহিমান্বিত আল্লাহ তাহার হালাল হইতে যাহা তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন, তুমি উহার পরিবর্ত্তে আল্লাহ তাহার যে জীবিকা তোমার জন্য হারাম করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়াছ।"

ইহাতে বুঝা গেল, যাহারা সঙ্গীত, বাদ্য, গ্রামোফোন দ্বারা টাকা কড়ি উপায় করে, তাহা হারাম।

ভদ্র লেখককে জিজ্ঞাসা করি, হজরত নবি (ছাঃ) আমর বেনে-

কোর্রার যুক্তি অগ্রাহ্য করিলেন কেন?

দ্বিতীয় কথা, কোরআনে- يمحق الله الربو "আল্লাহ সুদকে লোপ করিয়া দেন।"

মেশকাত ২৪৬ পৃষ্ঠা ;—

ان الربوا و ان كثر فان عاقبة تصير الى قل رواه ابن ماجة و البيهقى *

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় সুদ যদিও অধিক হয়, তবু উহার পরিণতি ক্ষয়প্রাপ্তি।"

এই আয়ত ও হাদিছ অনুসারে সুদখোর, চোর ও হারাম খোরদের দুর্গতি দেখা যায় যে, তাহাদের সমস্ত টাকা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পরিবারবর্গের দুরবস্থার সীমা থাকে না। আমি বীমাকারীদের বীমায় সঞ্চিত হারাম টাকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দুই ছয় মাসে উহা নানাবিধ বিড়ম্বনা একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। ভদ্র লেখক পরিবারবর্গের অন্ন সংস্থানের যে দাবি করিয়াছেন, তাহা একেবারে অমূলক দাবি বলিয়া অনুমিত হয়।

ভদ্র লেখক ছুরা রা'দের ১১ আয়তে উল্লেখ করিয়াছেন।

আয়তটি এই ;—

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم *

"নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্ত্তন করেন না যতক্ষণ (না) তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন।"

তফছিরে-ফৎহোল-কদীর, ২৬৬ ও ফৎহোল-বায়ান, ৫।১০০ পৃষ্ঠা;—

(ان الله لا يغير ما بقوم) من النعمة و العافية (حتى يغيروا ما بانفسهم) من طاعة الله و المعنى لا يسلب قوما نعمة انعم بها عليهم حتى يغيروا الذين بانفسهم من الخير و الاعمال الصالحة *

সত্যই কোন সম্প্রদায়ের (প্রদত্ত) নেয়ামত ও সুখ শান্তি আল্লাহ পরিবর্ত্তন করিয়া দেন না, যতক্ষণ তাহারা খোদার বন্দিগী পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের উপর যে নেয়ামত বিতরণ করিয়াছেন,

তিনি উহা কাড়িয়া লন না, যতক্ষণ (না) তাহারা যে সৎকার্য্য ও নেক আমল করিত উহা পরিত্যাগ করে।

তফছিরে কবির, ৫।১৯৪ পৃষ্ঠা ;—

فكلام جميع المفسرين يدل على ان المراد لا يغيروا ما هم فيه من النعم بانزال الانتقام الا بان يكون منهم المعاص و الفساد ـ

و المراد منه ان كل قوم بالغوا فى الفساد و غيروا طريقهم في اظهر عبودية الله تعالي فان الله ينزل عنهم النعم و ينزل عليهم انواعا من العذاب ـ

সমস্ত টীকাকারের কথায় বুঝা যায় যে, তাহাদের কর্ত্তৃক গোনাহ রাশি ও ফাছাদ না হইলে, আল্লাহ শাস্তি নাজেল না করিয়া নেয়ামতগুলি কাড়িয়া লন না। মূল মর্ম্ম এই যে, যে কোন সম্প্রদায় ফাছাদ করিতে বাড়াবাড়ি করে ও আল্লাহতায়ালার বন্দিগী প্রকাশ করিতে নিজেদের রীতি নীতি পরিবর্ত্তন করে, আল্লাহ তাহাদিগ হইতে সুখ সম্পদ দূরীভূত করিয়া দেন, এবং তাহাদের উপর বিবিধ প্রকার শাস্তি নাজেল করেন।

ভদ্র লেখক, আয়তটি ঠিক অযথা স্থলে পেশ করিয়াছেন, মুছলমানগণ যত দিবস শরিয়ত পালন করিতেন, সুদ, ঘুষ, বীমা, লটারি, গ্রামোফোন সঙ্গীত বাদ্য ইত্যাদিতে লিপ্ত না হইয়াছিলেন, ততদিবস তাহাদের রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সব বজায় ছিল, আর এই সমস্ত কার্য্য হালাল জানিয়া করা পর্য্যন্ত তাহাদের উপর খোদার গজব নাজেল হইতেছে, তাহাদের সুখ শান্তি একেবারে ধূলায় ধূসরিত হইয়া গিয়াছে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে।

ভদ্র লেখক, ছুরা নেছার ২৯ আয়তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم *

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা (ক্রয় বিক্রয়) ব্যতীত পরস্পরে নিজেদের অর্থ সম্পদকে অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না।"

আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সুদ ও জুয়াতে অন্যায়ভাবে লোকদের অর্থ গ্রাস করা হয়।

তফছিরে বয়জবি, ২।৮১ পৃষ্ঠা ;—

بما لم يبحه الشرع كالغصب و الربا و القمار *

"শরিয়তে যাহা হালাল করে নাই, এইভাবে অর্থ লইলে, অন্যায় ভাবে অর্থ লওয়া হয়, যেরূপ কাড়িয়া লওয়া, সুদ ও জুয়া।"

এই আয়তে বীমা হারাম হওয়া প্রমাণিত হইতেছে, কারণ উহা ক্রয় বিক্রয় নহে, বরং সুদ ও জুয়া। ভদ্র লেখক যে আয়ত পেশ করিয়া থাকেন, উহাতে তাহার এত সাধের বীমা বাতীল হওয়া প্রমাণ হইতেছে।

মূল কথা, খাঁ সাহেবের আজাদে এইরূপ বাতীল ফৎওয়া অনবরত প্রচারিত হইতেছে ইহাতে দীন ইছলাম ও জাতির ঘোর অনিষ্ট হইতেছে কিনা, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

বীমা নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া

মাওলানা আশরাফ আলী থানাবি ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার ৩।৩৭।৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

প্রশ্ন ঃ— এই মছলা জিজ্ঞাস্য এই যে, হিন্দুস্তানের অনেক কোম্পানী জীবন বীমা এবং সম্পত্তি বীমা করিয়া থাকেন, উহার নিয়ম এই যে, তাহারা স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির এক প্রকার বাৎসরিক কমিশন লইয়া থাকেন, যদি এক বৎসরের মধ্যে ঐ সম্পত্তি অগ্নি লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায় তবে, তাহারা যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট মূল্যের কমিশন লইয়াছে, সেই পরিমাণ টাকা বিনষ্ট সম্পত্তির মালিককে এককালীন দিয়া থাকে। অনেক লোক স্থাবর সম্পত্তির বীমা করিয়া থাকে শরিয়ত অনুসারে এইরূপ বীমা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর ঃ— সম্পত্তি বীমাতে কোম্পানী যে টাকাগুলি সম্পত্তির মালিককে দিয়া থাকে, উহা প্রকাশ্য ভাবে জুয়া, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা সুদ, উভয় বিষয় হারাম, কাজেই এইরূপ বীমা হারাম।

এইরূপ জীবন বীমা প্রকাশ্যভাবে ঘুষ এবং প্রকৃত পক্ষে সুদ।

দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফ্তি সাহেবের ফৎওয়া

جان بیمہ کرنا سود اور قمار پر مستعمل ھونے کي وجہ سے نا جائز ھے *

الظاھر ان الجوبة کلھا صحیحة کتبہ احقر محمد شفیع

(سمس العلماء) محمد یحیٰ غفرلہ خادم دار الافتاء

عفی عنہ ھیڈ مولوي دار العلوم - دیوبند -

مدرسہ علیہ کلکتہ -

জীবন বীমাতে সুদ ও জুয়া থাকার জন্য নাজায়েজ হইবে।

মোহম্মদ শফি   জওয়াব ছহিহ
মুফতিয়ে-দেওবন্দ।   (শামছোল-ওলামা)
মোহম্মদ এহইয়া
হেড মৌলবী মাদ্রাছা আলিয়া, কলিকাতা।

ছাহারাণপুরের মুফ্তি সাহেবের ফৎওয়া

جان کا بیمہ نا جائز ھے *

الجواب صحیح
العبد محمد گنگوھی   الجواب صحیح
عبد اللطیف
معین المفتی مدرسہ   احقر سعید
مدرسہ مظاھر علوم   مدرس مدرسہ
مظاھر علوم
سھارنپور   مظاھر علوم سھارنپور
سھارنپور

জীবন বীমা করা নাজায়েজ।   জওয়াব ছহিহ   জওয়াব ছহিহ
সহকারি মুফতি   ছইদ   আবদুল লতিফ
মাদ্রাছা মাজাহেরে-   মোদারেছ, মাদ্রাছা-   মাদ্রাছা মাজাহেরে
উলুম, ছাহারাণপুর।   মাজাহেরে উলুম   উলুম, ছাহারাণপুর
ছাহারাণপুর

দিল্লীর মাদ্রাছা আমিনিয়ার ফৎওয়া

جان کا بیمہ یقیناً جائز نہیں کیونکہ یہ قسم قمار اور
میسر کے ھے کہ جسکی حرمت نص قرآن پاک سے ثابت
ھے فقط *   حبیب المرسلین
نائب مفتی مدرسہ امینیہ دھلی *

জীবন বীমা অকাট্য নাজায়েজ, কেননা ইহা জুয়ার প্রকার বিশেষ— যাহার হারাম হওয়া কোরআন পাক হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে।

হবিবোল-মোরছালিন
সহকারি মুফতি মাদ্রাছা আমিনিয়া, দিল্লী।